১।পদ্মজা উপন্যাস সারসংক্ষেপ

আমি পদ্মজা উপন্যাসের মূল কাহিনি ও বিষয়বস্তু কি? যারা যানেন না জেনে নিন

আমি পদ্মজা উপন্যাসের মূল কাহিনী হল একটি গ্রাম্য মেয়ের সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। উপন্যাসের নায়িকা পদ্মজা একজন দরিদ্র কৃষক পরিবারের মেয়ে। তার বাবা একজন নিরীহ ও অসহায় মানুষ। মা মারা যাওয়ার পর পদ্মজা তার বাবা এবং ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনা করতে হয়।

পদ্মজা একজন মেধাবী ও সাহসী মেয়ে। সে পড়াশোনা করতে চায়। কিন্তু তার বাবা তাকে পড়াশোনা করতে দিতে চায় না। সে চায় পদ্মজা বিয়ে করে সংসার করুক।

পদ্মজা তার বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পড়াশোনা চালিয়ে যায়। সে স্থানীয় স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করে ঢাকার একটি কলেজে ভর্তি হয়। কলেজ জীবনে পদ্মজা তার মেধা ও যোগ্যতার মাধ্যমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কলেজে পড়ার সময় পদ্মজা তার বাবার অসুস্থতায় আক্রান্ত হওয়ার কথা জানতে পারে। সে ছুটি নিয়ে গ্রামে ফিরে যায়। তার বাবার চিকিৎসার জন্য সে অনেক কষ্ট করে টাকা জোগাড় করে। কিন্তু তার বাবা শেষ পর্যন্ত মারা যায়।

বাবার মৃত্যুর পর পদ্মজা তার ভাইবোনদের দেখাশোনা করার দায়িত্ব নেয়। সে একটি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করে। পাশাপাশি সে তার পড়াশোনা চালিয়ে যায়।

পদ্মজা তার অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করে। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করে। তার গল্প বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

পদ্মজা তার জীবনের গল্পের মাধ্যমে সমাজে নারীর ক্ষমতায়নের বার্তা দেয়। সে প্রমাণ করে যে, নারীরা যেকোনো প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে নিজের লক্ষ্য অর্জন করতে পারে।

উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র

- পদ্মজার বাবা: একজন নিরীহ ও অসহায় মানুষ।
- পদ্মজার মা: একজন অসাধারণ নারী।
- পদ্মজার ছোট ভাইবোনেরা: দুষ্টুমি করেও পদ্মজাকে অনেক ভালোবাসে।
- পদ্মজার কলেজের বন্ধুরা: পদ্মজার সাফল্যের পথে সহায়তা করে।
- পদ্মজার স্বামী: একজন সৎ ও শিক্ষিত মানুষ।

উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু

- নারীর ক্ষমতায়ন
- সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম

- শিক্ষার গুরুত্ব
- ভালোবাসার শক্তি

২.পদ্মজা উপন্যাস গল্প

#রিভিউপোস্ট

#পদ্মজা

#লেখিকা_ইলমা_বেহরোজ

#গল্প_ফ্যাক্ট

প্রথম পর্বগুলো পড়ে তেমন একটা ঘোর লাগে নি। কিন্তু মনে কৌতুহল তৈরি হয়েছিল পদ্মজা নামের মেয়েটাকে নিয়ে। নিজের মাকে এক পর্বে বিশ্বাস`ঘা`টক ডাকার পর থেকে এই উপন্যাসের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায়। হেমলতার মত নারী কিভাবে আখ্যা পেল?

প্রথমে লিখনকে নায়ক ভেবে পদ্মজার সাথে তাকে নানাভাবে কল্পনা করে ফেলি। (ভাবারই কথা। কারণ তখন ইলমা আপুও লিখনকে নায়ক ভেবে লিখেছিল।) যার কারণে আমিরের সাথে বিয়ে দেওয়াতে একদম ভালো লাগে নি। তখন পূর্ণার মত আমিও মনে মনে বলতাম, 'দূর! কি করল লেখিকা। এমন কালা চাঁদ পদ্মজার সাথে কোনো ভাবেই যায় না। এই চ্যাম`ড়ারে পূর্ণার সাথে মানাই তো। ধ্যাৎ!' পদ্মজার বিয়ের আগের রাতে হেমলতার অতীত জেনে প্রথম বারের মত কোনো উপন্যাস পড়ে আমার গলা ধরে আসে। নিজের অজানতেই কেদেঁছি। পদ্মজা উপন্যাস এই মহীয়সী নারী ছাড়া অসম্পূর্ণ। আরও তীব্র আগ্রহ আর উৎসাহ নিয়ে পড়তে থাকি। বিয়ের প্রথম রাত থেকেই আস্তে আস্তে আমিরকে ভালো লাগতে শুরু করে। পদ্মজার প্রতি ওর ভালোবাসা, যত্ন, ব্যবহার সব কিছু কেমন যেন চম্বুকের মত আকর্ষণ করতে শুরু করে। অবশেষে ভ`য়ংক`র ভাবে আমিরের প্রেমে পড়তে বাধ্য হলাম। লেখিকা কেন লিখনকে বাদ দিয়ে এই শ্যাম পুরুষকে পদ্মজার জন্য বাচাই করলেন তা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম।

আমির আর পদ্মজার মেয়ে পারিজা আসছে শুনতে শুনতে এসে চলেও গেল। এটা একটা ধাক্কার মত ছিল। এরপর হেমলতার মৃ/ত্যু দুটোতে প্রচুর কষ্ট লেগেছিল। পদ্মজার মত এই উপন্যাসের প্রতিটা পাঠক এই অংশে মুষড়ে পড়েছে। আমার মনে হয়, হেমলতা ম/রার সময় পদ্মজাকে তার ভিতরের ভ/য়ংক/র সত্তাটা উপহার স্বরূপ দিয়ে গেছে। যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে খু/ন করতেও পিছু হাঁটে না।

আমিরের আসল রূপ সামনে আসার মুহূর্তটা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না। 🙃 পূর্ণার মৃ/ত্যু আর আমিরের এই রূপ একদম আশা করি নি। মৃদুলের পরিণতিতে প্রচুর পরিমানে ব্যথিত হয়েছি। আমির আর পদ্মজার দূরত্বের সময়টায় আমিরের প্রতিটা উক্তি একদম মন ছুঁয়ে গেছে।

আমাকে কিছু মোছার শক্তি দিলে আমি পদ্মজার শেষ দুটো পর্ব চিরতরে মুছে দিতাম। একদম পৃথিবীর প্রতিটি কোণ থেকে অদৃশ্য করে দিতাম! আমির যেমনই হোক পর সত্য না জেনে এবং জানার পরও পদ্মজা ওকে ভালোবেসেছে। মৃ/ত্যুর পরও পদ্মজা ওর স্বামীকে ভালোবাসে। আমারও একই অবস্থা কোনোভাবে আমিরের জায়গায় আর কাউকে বসানো সম্ভব হচ্ছে না। আমিরের কোনো ভুল আর চোখে পরছে না!

প্রথমে বলব আমার পড়া প্রথম বেস্ট উপন্যাস এটাই ছিল। কিন্তু যখন আস্তে আস্তে গল্প-উপন্যাস পড়ার সংখ্যা বাড়তে শুরু করল তখন বুঝতে পারলাম এর চেয়ে ভালো ভালো কাহিনী আর উন্নত মানের উপন্যাসও আছে। যার সংখ্যা হাজার-হাজার! কিন্তু পদ্নজার মত না কখনও কোন উপন্যাস এসেছে আর না কখনো আসবে। প্রথম ভালোবাসা যেমন ভুলা যায় না, পদ্মজা উপন্যাসও কখনো ভুলতে পারব না। এটা সাহিত্যের জগতে আমার প্রথম ❤️ ভালোবাসা!

3.পদ্মজা উপন্যাস উক্তি

পদ্মমির(সিকুয়েল)

(পদ্মজা গল্পের অংশ)

পদ্মজা গল্প পুরাই একটা বিরক্তির

আর কু-সংস্কারে ভরপুর

তারপর ও কিছু মস্তিষ্ক বি*কৃ*ত*দে*র জন্য রিভিউ দিতে বাধ্য হলাম 😒

যত বড় উপন্যাস এটার সবকিছু নিয়ে লিখতে বসলে আরও একটা গল্প হয়ে যাবে

তাই বেশি কিছু না বলি

Kobitor.com গল্পের ওয়েবসাইট,

এখন মেইন কথা হলো পদ্মজা গল্পের ভিতরের কিছু অংশ লেখিকা বিস্তারিত ভাবে উপস্থাপন করতেছে যেইটার নাম দিছে পদ্মমির

তো এই পদ্মমির গল্পটা পড়া শুরু করার প্রথমেই আমার মেজাজ গেলো বিগড়ে কারণ,

আমির কাকু কুয়েত গিয়েছে মা*দ*ক কারবারির ডিল করতে

যাইহোক যেহেতু এই বিষয়গুলই পদ্মমিরে তুলে ধরার কথা তাই মেনে নিলাম

তো আমিরের রুমে একটি মেয়ে আসে

দাড়ান দাড়ান ইনি শুধু মেয়ে না ইনি একজন ভগবান ইয়ে মানে ভগবানের মতো সুন্দরী

আর এখান থেকেই আসল কথা বলি,

পদ্মজা গল্পে পদ্মজা একেবারে ভুবন মোহিনী সুন্দরী ছিলো যেই সৌন্দর্য দেখে নায়ক সাহেবের মাথা ঘুরে গেছিলো

মানে সে এতটাই সুন্দরী যে একটা খ*বিস মার্কা না*রী পাচা*রকা*রীকেউ প্রেমে ফালাইছে সৌন্দর্যের এতটাই পাওয়ার

সেই আমির নাকি ফেসবুকের নারীদের ক্রাশ,কি রুচি নিয়ে এসব নারি একজন নারী ব্যাবসায়ীর মতো স্বামী কামনা করে?

আর ওই গল্পে প্রতিটা পদে পদে নায়িকার রুপের প্রশংসা করতো নায়ক

নায়িকার আর কোন গুণ আছে কিনা জানি না কারণ নায়ক সবসময় রুপেরই প্রশংসা করতো এটাই পড়েছি

তো কথা হইলো নায়কের বিবাহিত জীবনে প্রেম প্রকাশের আর কোন মাধ্যম নাই

তারা খায় না,ঘুমায় না, ঘুরতে যায় না, বাজারে(মার্কেটে) যায় না

অন্য কিছু করে প্রেম প্রকাশ করা যায় না সারাদিন শুধু রুপ আর রুপ

আর এই সেম ব্যাপারটাও এই গল্পেও দেখাইতেছে, একজন পতি*তা নাকি এতটাই সুন্দরী

যাই হোক,

মেয়েটা আমিরের ঘরে আসছে ও*ই*স*ব করতে

এরপর,নায়ক তো অন্য কোন মেয়েকে টাচ করবে না কারণ সবার থেকে সুন্দরী মেয়ে তার বউ পদ্মজা আছে

আর ওই প*তি*তা পদ্মজার সাথে দেখা করতে চাইলে নায়ক সরাসরি বললো তার সুন্দরী বউ পতি*তাদের ঘৃ*না করে

মানে কাহিনি হইছে কি গল্পের মেইন দুইটা চরিত্র যত অ*কা*ম-কু*কা*ম ই করুক না কেন অপজিট চরিত্রগুলা তাদের সম্মান দিয়েই কথা বলে আর অন্য কেউ কিছু করলে আমির আর পদ্মজা ডিরেক্ট শব্দ ইউজ করবে অনান্য চরিত্রকে নিচু করে দেখাচ্ছে

এই পোস্ট পড়ার পর যারা আমাকে ধুতে আসবে ওদের ডিটারজেন্ট ছাড়াই ধুয়ে দিবো

4.আমি পদ্মজা উপন্যাসের মূলভাব

#রিভিউ

#আমিপদ্মজা

#ইলমাবেহরোজ

আমি পদ্মজা গল্পটি কমবেশি সবাই পড়েছেন।

আমার পড়া সব গল্পের ভিতরে সবচেয়ে সুন্দর একটি গল্প হলো আমি পদ্মজা।২০২১সালে গল্প পরা শুরু করি।তখনি এই গল্পটি দেখছিলাম কিন্তু এটি স্যাড এন্ডিং গল্প বিধায় আমি এই গল্পটি পরার সাহস হারিয়ে ফেলি তাই উপন্যাসটি পড়ার চিন্তা বাদ দিয়ে দেই ।ওই যে বললাম সাহস নেই তাই পড়ি নি।২০২৪ সালে এসে হুট করে মনে অদম্য ইচ্ছা জাগলো যে এটা আমি পড়ব।তাই দুঃসাহস টা করেই ফেললাম।

প্রথম দিক পড়েই খুব ভালো লাগলো।প্রথমেই বলি পদ্মজার কথা সে এমন একটি চরিত্র যা বলে বোঝানো সম্ভব না। তার মধ্যে আমির সেও নিখুঁত একটি চরিত্র সব মিলিয়ে খুব ভাল লাগলো। তার পাশাপাশি হেমলতা, মৃদুল,প্রেমা,পূর্ণা,প্রান্ত,ফরিনা তাদের চরিত্রও খুবই সুন্দর।আমি খুবই আগ্রহের সাথে উপন্যাসটি পরছিলাম মাঝে রহস্য ঘেরা সবই ভালো লাগছিল।

কিন্তু গল্পের লাস্ট এ গিয়েই হলো কাজ। আমি ভাবতেও পারি নি যে আমি এত কান্না করব আমিরের মৃত্যুতে মূহুতেই চোখের পানিতে বিছানা ভিজে গেল সাথে ভিজে গেল বালিশ। পড়তে পড়তে রাত ২ টা বেজে গেল আরও বাকি সময় ছিলাম ঘোরে ওইদিন পুরো রাত আমি ঘুমাতে পারি নি। এই গল্পের ঘোর এখনো আমি কাটিয়ে উঠতে পারচ্ছি না।আমির এর লেখা চিঠি পরে

আমি যে কতবার কেদেঁছি তা বলে বোঝানো সম্ভব না।টানা ৩দিন পড়ে এই উপন্যাসটি আমি শেষ করলাম। যাইহোক উপন্যাসটির লেখা বাচনভঙি অসাধারণ ছিল তবে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছেল।এই উপন্যাসের কিছু লাইন আমার খুব প্রিয়।

“সারা অঙ্গ কলঙ্কে ঝলসে যাক

তুই বন্ধু শুধু আমার থাক।”

(আহ্ এই লাইনটা আমার হৃদয় স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছে)

“তুমি যদি আমার চোখ দিয়া নিজেরে দেখতে বুঝতে পারতা তুমি ঠিক কতোটা সুন্দর।”

(মৃদুলের এই কথাটি সবচেয়ে সুন্দর ছিল।আসলে যে ভালবাসে সেই বুঝে যে ভালবাসার মানুষ তার চোখে কতটা সুন্দর।)

“তুমি চাও বা না চাও,পরপারে দেখা হলে আবার তোমার পিছু নেব।”

(এটি পরে নিজের অজান্তে চোখে পানি চলে এসেছিল।আমি তখন নিজেই কল্পনা করছিলাম যে এইতো আমির মুচকি হেসে পদ্মজাকে এই মধুর বাক্যটি বলছে আর আমার চোখ থেকে পানি পরছে।)

“তোমাকে দেখার তৃষ্ণা আমার কখনোই মিটবে না,পদ্মবতী।”

(এই বাক্যটা অসম্ভব সুন্দর ছিল। আসলেই আমির এর পদ্মজাকে দেখার তৃষ্ণা কোনোদিনই মিটবে না।)

আমার মতে,, আমির যতই খারাপ হোক না কেন সে পদ্মজাকে সত্যিই ভালোবেসেছিল। পদ্মজা আমিরকে মারার আগে বলেছিল,,

“আমাকে কেন ভালোবাসলেন না”

কিন্তু সে বুঝতেই পারলো না আমিরই তাকে সবচেয়ে বেশি ভালবেসেছিল। উপন্যাসটি পড়ার পর বুঝলাম ভালোবাসা সত্যিই সুন্দর। কিন্তু কতজনই তার প্রিয় মানুষকে পায়। হয়তো বা পরিস্থিতি অথবা ভাগ্য তাদের আলাদা করে দেয়। ভালবাসা বড়ই অদ্ভুত কেউ সহজেই পেয়ে যায় কেউ পেয়েও পায় না রয়ে যায় অপূর্ণ। কতজনের ভাগ্যে ভালবাসা জুটে ভেবে দেখবেন একবার।

আমির যদি শুরুতেই পদ্মজাকে বলতো সে এসব থেকে বেরিয়ে আসতে চায় তবে হয়তোবা এটির সমাপ্ত অন্যরকম হতো । কিন্তু সে বড্ড দেরি করে ফেললো আর তার পরিনাম হলো মৃত্যু যা আমার জন্য অভাবনীয় এবং অকল্পনীয় ছিল।

(যাইহোক এটাই আমার প্রথম রিভিউ এর আগে আমি কোনো রিভিউ দেই নি তাই ভুলত্রুটি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন আসলে এর আগে কখনো এসব রিভিউ দেই নি তো তাই জানিনা কিভাবে সাজিয়ে লিখতে হবে,আমি আমার মতো সাজিয়ে লিখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি বাকিটা আপনারা দয়া করে একটু বুঝে নিবেন। ধন্যবাদ ❤️🥀)

"বর্তমানে ইলমা বেহরোজ আপু আমার পছন্দের লেখিকার তালিকাদের মধ্যে অন্যতম একজন।" 🤍🌷

5.poddoja uponnash summary

#রিভিউ

#আমি_পদ্মজা

#ইলমা_বেহরোজ

রিভিউ পোস্ট দেখে কেউ এরিয়ে যাবেন না।

আমি পদ্মজা গল্পের প্রতিটা চরিত্র রহস্যময়। পুরো গল্প জুড়ে রহস্যময়তা ছিলো। গল্পটা পড়ার পুরোটা সময় টানটান উত্তেজনা কাজ করেছে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন মাথার ভিতরে ঝেকে বসেছে। কিছু পর্ব পড়তে গিয়ে কান্নার হিড়িক তুলেছি,চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে,উত্তেজনায় মনের ভিতর দিরিম দিরিম বেজেছে।এরপর কি হবে, এরপর কি হবে?

গল্পের প্রথমদিকে মা -মেয়ের ভালোবাসার দিকটা আমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে। মায়ের মতো মেয়ের সাহসী হওয়া, জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে মায়ের আর্দশ মেনে চলা, মায়ের অনুপস্থিতিতে বোনদের জন্য মায়ের সমীক্ষক ভালোবাসা, বোনের প্রতি বোনের ভালোবাসা আমাকে ভিন্নভাবে আকর্ষণ করেছে।

গল্পের প্রধান চরিত্র আমির হাওলাদার, পদ্মজা। এক বিরূপ পরিস্থিতিতে পরিচিত হওয়া, সেই পরিস্থিতির রেশ ধরে বিয়ে,বিয়ের পর প্রণয়ের শুরু। আমির ছিলো প্রাচীরের মতে শক্ত,আর পদ্মজা হলো প্রখোর সাহসী।একজন ভালোবাসার মানুষকে ভালো রাখতে গিয়ে নিজ মৃত্যু কামনা করল,আরেকজন সত্যবাদিতা,ন্যায়নিষ্ঠা,পাপমোচন, সত্যর উন্মোচন করতে গিয়ে ভালোবাসার মানুষের বুকে চুরি দিল।কি অসম ভাললোবাসা।

গল্পের পার্শ্বচরিত্র পূর্ণা- মৃদুল।একে অপরকে অসম্ভব ভালোবেসেও অন্তীম মুহূর্তে এসে হারিয়ে যাওয়ার পর্বটা মর্মান্তিক ছিলো।মৃদুল যখন পূর্ণার লাশের সামনে এসে বলছিলো এই পূর্ণা ওঠো

তোমার জন্য শাড়ি আনছি, আলতা আনছি তুমি পরবা না ওঠো।এই কালি তোমারে বকা দিছি গুসা করো, রাগ করো ওঠো।কথা গুলো হৃদয়ের গহীনে গিয়ে লেগেছে।

একপাক্ষিক ভালোবাসার মানুষ হলো লিখন শাহ্।লিখন শাহের ভালোবাসাকে নিয়ে বলবো এভাবেও ভালোবাসা যায়।

প্রিয় কিছু লাইন ————-

(পদ্মজা) আম্মা আমার জীবনের প্রথম শাড়িটা আপনি পড়িয়ে দিবেন।

আপনার বুকের হৃদয়ে আমি আজীবন রানী হয়ে থাকতে চেয়েছিলাম।সেই বুকে আমি কি করে আঘাত করব। 😔

প্রিয়র চেয়েও প্রিয় পদ্মবতী

আমার পাপের রাজত্বে তোমার আগমন ছিলো ভূমিকম্পের মতো।যখনই দেখি তুমি দাঁড়িয়ে আছো আমার হৃৎপিণ্ড থমকে যায়।

আমি নিষ্ঠুর-তুমি মায়াবতী

আমি ধ্বংস -তুমি সৃষ্টি

আমি পাপ – তুমি পবিত্র

#ইলমা_বেহরোজ লেখিকার লেখনী অনবদ্য। আমি যতই বলি আপনি ভালো লিখেছেন ততই কম হবে।আপনার লেখার প্রশংসা করার দূর্বোধ্য শব্দ ভান্ডার আমার নেই। আমিতো শুধু ভাবি এই সময়ে দাঁড়িয়ে ১৯৯৯ সালের হাওলাদার বাড়ির অন্দরমহলের গল্প লেখিকার মাথায় কেমনে আসলো।

সুশীল শব্দ চয়ন, গল্পে নৈতিকতার প্রভাব গল্পকে অনেক বেশি মার্জিত করেছে।

.....

.....

পদ্মজা পড়ে এখনো ঘোর কাটাতে পারছি না। আমির,পূর্ণা,মৃদুল চরিত্র তিনটির শেষ পরিণতি তীব্র ভাবে মাথায় গেঁথে আছে । আমিরের চিঠির প্রতিটা বাক্য আমায় অবাক করেছে। মুগ্ধ করেছে পদ্মজা কে উদ্দেশ্য করে লেখা প্রথম লাইটা-

“প্রিয়র চেয়েও প্রিয় পদ্মবতী”

আমার পা*পের রাজত্বে তোমার আগমন ছিল ভূ*মিকম্পের মতো। যখনই দেখি তুমি দাঁড়িয়ে আছো,আমার হৃৎপিণ্ড থমকে যায়~

পদ্মজার আরো কিছু লাইন যেগুলো অদ্ভুত ভাবে মুগ্ধ করেছে,,

“সারা অ*ঙ্গ ক*লঙ্কে ঝ*লসে যাক

তুই বন্ধু শুধু আমার থাক” (আমির)

“আমার আম্মাকে ক*ষ্ট দিও না মাটি।একটুও ক*ষ্ট দিও না।আমার আম্মাকে যত্নে রেখ। হীরের টুকরো তোমার বুকে ঘুমাতে যাচ্ছে। কষ্ট দিও না...কষ্ট দিও না”

(পদ্মজা)

“আম্মা ম*রা মানুষকে বিয়া করা যায় না? আমারে বিয়া দাও আম্মা। তারপর একলগে ক’বর দেও। আমি ওরে ছাড়া কেমনে থাকুম?” (মৃদুল)

“আপা আসবে, পদ্মজা আসবে” পূর্ণার শেষমুহুর্তের অপেক্ষা.....

মুগ্ধ করেনি,, চোখ ভিজিয়েছে

“আমি নি*ষ্ঠুর,তুমি মায়াবতী। আমি ধ্বংস,তুমি সৃষ্টি। আমি পা*প, তুমি পবিত্র। এত অমিলে কেন হলো মিলন, কেন কালো অন্তরে ছড়িয়ে ছিলে ফুলের সুবাস? আমাকে ধ্বংস করার জন্য কি অন্য কোন অ*স্ত্র ছিল না?” (আমির)

“আমি কবুল কইছি না? অর্ধেক বিয়াতো হইয়া গেছে। হইছে না? আমারেও ক*বর দেন, পূর্ণার লগে আমারেও ক*বর দেন।” (মৃদুল)

“তোমাকে দেখার তৃষ্ণা আমার কখনোই মিটবেনা পদ্মবতী” (আমির)

“তুমি চাও বা না চাও পরপারে দেখা হলে,আমি আবার তোমার পিছু নেব” (আমির)

“যেদিন আপনার মনে হবে, আপনার দ্বারা আর কারো ক্ষ*তি হবেনা। পা*প হবেনা। সেদিন আমাকে পদ্মবতী ডেকে জড়িয়ে ধরবেন” (পদ্মজা)

“যখন তোমার কথা ভাবি, তখন আমার শরীরের সমস্ত শি’রা-উ’পশিরা বাজতে থাকে। আমাদের পথটা কি আর একটু দীর্ঘ হতে পারতো না?আমাদের ভালোবাসার জ্যোৎস্না রাতগুলো আরেকটু দীর্ঘ হলে কী এমন হতো?” (আমির)

“মিথ্যে বলে যদি তোমাকে আরো একবার পাওয়া যেতো আমি মিথ্যে বলতাম” (আমির)

“মুক্ত হবে তুমি, পাখির মতো উড়বে

শুধু আমি থাকবো না পাশে, আফসোস” (আমির)

Kobitor.com গল্পের ওয়েবসাইট,

“বিশ্বাস করুন, আপনার বুকে ছু*রি চালাতে আমার খুব কষ্ট হবে” (পদ্মজা)

“আপনার বুকের হৃদয়ে আমি আজীবন রাণী হয়ে থাকতে চেয়েছিলাম।সেই বুকে আমি কি করে আ*ঘাত করবো?”

~ আমি পদ্মজা..... it’s an emotion

'এই দুনিয়াতে বাঁচার দুটি পথ-চুপ থাকো, নয় প্রতিবাদ করো।কিন্তু আমার নিয়ম বলে,সামনে চুপ থেকে আড়ালে আবর্জনাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দাও। যাতে এই আবর্জনার প্রভাবে আর কিছু না পঁচে।
'

~হেমলতা~

বইঃ #পদ্মজা
লেখিকাঃ Elma Behrouz : ইলমা বেহরোজ

.....

.....

.....

অনেক কাল আগের কথা যখন বাটন ফোন ব্যবহার করতাম।স্মার্ট ফোনের সাথে যোগাযোগ হয় নি।অদ্ভুত অদ্ভুত নামের আইডি দিয়ে বাটন ফোনে ফেইসবুকিং করতাম যাকে এখন ফেইক আইডি বলে সবাই।তখন Elma Behrouz : ইলমা বেহরোজ নামের এই সিনিয়র ৩/৪ টা গল্প লিখা শেষ করে "পদ্মাজা" লিখা শুরু করেছে।সপ্তাহে সম্ভবত ২ পর্ব গল্প লিখত তাও আবার ইয়া লম্বা পড়তে পড়তে রাত ২/৩ টা হয়ে যেত।আর প্রতি পর্বের জন্য ২টাকার এমবি নেওয়া লাগতো সেই সাথে লিংক সেইভ করার জন্য একটি করে মেসেজ।কয়েক পর্ব জমিয়ে গল্পটা পড়ার সাহস হয় নাই কখনো।তারপর অনেক দিন কেটে গেল মোবাইল হাত ছাড়া হয়ে গেল।সব বন্ধুরা স্মার্ট ফোন নিল আমি ফোন ছাড়াই রইলাম।সবাইকে এক পর্ব পড়ার অনুরোধ করলাম। ওরা কি আর জানত এই এক পর্ব পড়াটাই ওদের জীবনের কাল হয়ে দাড়াবে।রাত-দিন,চোখের পানি আর নাকের শ্লেষ্মা এক করে "পদ্মাজা" শেষ করল।এখন নিজেরাই অন্যদের এই গল্প পড়তে বলে।পরিচিত কেউ বাদ যায় নি এই গল্প পড়া থেকে।সময় অনেক এগিয়ে গেল ইলমা বেহরোজ সিনিয়র থেকে মোষ্ট সিনিয়র ব্যাক্তি হিসাবে খেতাব পেল।*পদ্মাজা* গল্প থেকে বই হলো বই থেকে জামা হলো জামা হতে মুভি হবে। অস্কার পাবে।Elma Behrouz : ইলমা বেহরোজ পুরাতন

পাঠক কে ভুলে যাবে নতুন পাঠকরা টিকটিক বানিয়ে ৭ কে ৭০১ বানাবে। এই ভাবেই চলবে.....

[বি.দ্র. এত এত পোষ্ট আর "পদ্মাজা" নিয়ে পোষ্ট দেখে নিজেকে আটকিয়ে রাখতে পারলাম না।সবসময়ের মতো নীরব পাঠক আমি।কতটা ভালে লাগলে নীরবতা শেষ করে কথা বলে চিন্তা করুন।গল্প পড়া শুরু করছে ২ দিন হয় নি আমাকে এসে সাজেশন দে *পদ্মাজা* পড়েন না পড়লে জীবনে কি করলেন।আপনি কিসের গল্প পড়য়া আরও কত কি। এই সব শোনলে হাসি পায় তবুও দমিয়ে রাখি]

.....

.....

.....

"প্রথমেই বলে রাখি, আমি মোটেও বই পড়ুয়া নই।আমি এখন ভার্সিটিতে পড়ি তবে আজ পর্যন্ত একাডেমিক বই ছাড়া অন্য কোনো বই পড়েছি বলে খুব একটা মনে পড়ে না। পদ্মজার এতো এতো রিভিউ দেখে লোভ সামলাতে পারিনি। আমিও পড়ে নিয়েছি উপন্যাসটা। এতোটা সুন্দর হতে পারে কোনো উপন্যাস আমার জানা ছিলো না। যেই আমি নন একাডেমিক কোনো বই কখনো ছুয়েও দেখিনি সেই আমি কতোটা ফ্যান হয়ে গেলাম এই উপন্যাসটার ! Elma Behrouz : ইলমা বেহরোজহয়তো বয়সের দিক থেকে আমার ছোটই হবে। এই ছোট মেয়েটা যে এভাবে আমাকে বই পড়ুয়া করে দিবে, এভাবে উপন্যাসপ্রেমী করে দিবে বুঝতেই পারিনি।এমন কি সে যে এই গ্রুপে একটা পোস্ট করেছে নতুন একটা গল্প আসছে বললো, পোস্টটা দেখার পর থেকে এক্সাইটেড হয়ে আছি ।কবে পড়বো , কেমন হবে গল্পটা এসব নিয়ে।
যাইহোক আর কথা বাড়াবো না, আমি হয়তো খুব একটা গুছিয়ে লিখতে পারিনি কোনো ভুল হলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন সবাই।

আমি পদ্মজা উপন্যাসটা পড়ে এতোই মুগ্ধ যে , মনে হলো জীবনের প্রথম পড়া উপন্যাস তাও আবার যেটা এতো ভালো লেগেছে আমার ,এতো মন ছুয়ে দিয়েছে আমার ,সেটা কি করে আমার ঘরে সাজিয়ে না রেখে থাকি! কারণ, ফেসবুকে কতো কিছুই তো পড়ি এবং একটা সময় তা ভুলেও যায়, হয়তো মনে রেখে দেওয়ার প্রয়োজন মনে করিনা। তাই আমার মনে হলো পদ্মজা বইটা আমি আমার কাছে রেখে দিবো। তাই আর সাত-পাঁচ না ভেবে প্রি অর্ডার করেই দিলাম পদ্মজা ব্ল্যাক এডিশনটা।

আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্ন, পদ্মজা ব্ল্যাক এডিশনে পুরো গল্পটা কি থাকবে?"

-জ্বী এই পোস্টটাই Anynomous post করেছিলাম কিছুদিন আগে। শেষমেশ অপেক্ষার প্রহর শেষ হলো আজ।
পদ্মজা ব্ল্যাক এডিশনটা পেয়েই গেলাম। সাথে Elma Behrouz এর চিঠিটা। ভালোই লাগছে খুব। ভাবছি সেকেন্ড এডিশনটাও নিয়ে নিবো।

আর নবোঢ়াটাও খুব আশা নিয়ে পড়ছি। আশা করি পদ্মজার মতোই একটা টুইস্টে ভরপুর

উপন্যাস হবে।

Best of luck,dear Writer

.....

.....

.....

ইলমা আপুকে সেদিন থেকেই ভালোবেসে ফেলেছি যেদিন থেকে পদ্মজা পড়া শুরু করেছিলাম।শেষ হওয়ার পর থেকে তো আরো বেশি ভালোবেসে ফেলেছি।
আবার আপু আমাদের নেত্রকোনার মেয়ে,সেটা ভাবলেও খুব ভালো লাগে।
Elma Behrouz : ইলমা বেহরোজ
আপু আপনার লিখা তে নেত্রকোনার অনেক আঞ্চলিক ভাষা পাই,এগুলো খুবই ভালো লাগে এবং নবোরা তে নেত্রকোনার প্রাচীন নাম কালিগঞ্জ রেখেছেন,আবার শব্দর নাম টাও নেত্রকোনায় রয়েছে,সব মিলিয়ে দারুন।এখন পর্যন্ত কোনো আন্দাজ করতে পারছিনা,কারণ ইলমা আপু

মানেই ভিন্ন কিছু।

এগিয়ে যান,অনেক অনেক শুভকামনা রইলো

.....

.....

.....

Kobitor.com

Kobitor.com গল্পের ওয়েবসাইট,

#আমিরের_সম্পূর্ণ_চিঠি

আমির প্রেমীদের জন্য এই পোস্টটি...

"এক ছিল দুষ্টু রাজা! নারী আর টাকার প্রতি ছিল তার চরম আসক্তি। যে নারী একবার তার বিছানায় যেত তার পরের দিন সে লাশ হয়ে নদীতে ভেসে যেত। রাজা এক নারীকে দ্বিতীয়বার ছুঁতে পছন্দ করতো না। কিন্তু সমাজে ছিল রাজার বেশ নামডাক! সবার চোখের মণি। খুন করা ছিল তার নিত্যদিনের সঙ্গী। তার কালো হাতের ছোঁয়ায় বিসর্জন হয়েছে শত শত নারী। প্রতিটি বিসর্জন রাজার জন্য ছিল তৃপ্তিকর। নারী ব্যবসায় লাভবান হয়ে গড়ে তুলে প্রাসাদের পর প্রাসাদ! একদিন চাচাতো ভাইয়ের সাথে বাজি ধরে হেরে গেল রাজা। শর্তমতে,ভাইয়ের জন্য এক রাজকন্যাকে অপহরণ করতে যায়। সেদিন ছিল বৃষ্টি। সন্ধ্যার আগ মুহূর্ত। রাজকন্যার প্রাসাদে সেদিন কেউ ছিল না। রাজা এক কামরায় ওৎ পেতে থাকে। রাজকন্যা আসলেই তাকে তার কালো হাতে অপবিত্র করে দিবে। কামরায় ছিল ইষৎ আলো। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর সেই কাঙ্খিত মুহূর্ত আসে। রাজকন্যার পা পড়ে কামরায়। রাজকন্যা রাজাকে দেখে চমকে যায়। ভয় পেয়ে যায়। কাঁপা স্বরে প্রশ্ন করে "'কে আপনি? খালি বাড়িতে কেন ঢুকেছেন?" সেই কণ্ঠ যেন কোনো কণ্ঠ ছিল না। ধনুকের ছোঁড়া তীর ছিল। রাজার বুক ছিঁড়ে সেই তীর ঢুকে পড়ে। রিনঝিনে গলার রাজকন্যাকে দেখতে রাজা আগুন জ্বালায়। আগুনের হলুদ আলোয় রাজকন্যার অপরূপ মায়াবী সুন্দর মুখশ্রী দেখে রাজা মুগ্ধ হয়ে যায়। তার পা দুটো থমকে যায়। রাজকন্যা যেন এক গোলাপের বাগান। যার সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ে রাজার কালো অন্তরে। রাজা নেশাগ্রস্তের মতো উচ্চারণ করলো নিজের নাম। নাম শুনেও রাজকন্যার ভয় কমলো না। পালিয়ে গেল অন্য কামরায়। রাজা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না রাজকন্যার মুখ। তার চেনা পৃথিবী চুরমার হয়ে যায়। রাজকন্যার কামরার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে মুহূর্তের পর মুহূর্ত। সেদিনই ঘটে গেল দূর্ঘটনা। রাজ্যবাসী শূন্য প্রাসাদে দুষ্টু রাজা ও মিষ্টি রাজকন্যাকে এক সঙ্গে দেখে ফেললো। রাজকন্যার গায়ে লেগে গেল কলঙ্ক। কয়েকজন অমানুষ রাজকন্যাকে নোংরা ভাষায় হেনস্তা করলো। সেই দৃশ্য দেখে রাজার বুকে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। সে নিজ প্রাসাদে ফিরে এক দণ্ডও শান্তি পেল না। তার চাচাতো ভাইকে তাৎক্ষণিক আদেশ করলো যারা রাজকন্যাকে তাদের মুখ দিয়ে অপমান করেছে তাদের যেন জিহবা ছিঁড়ে ফেলা হয়,যে হাত দিয়ে রাজকন্যাকে ছুঁয়েছে সে হাত যেন কেটে দেয়া হয়, যে চোখ দিয়ে রাজকন্যাকে লোলুপ দৃষ্টিতে দেখেছে সে চোখ যেন উপড়ে ফেলা হয়। ভোররাতে দুষ্টু রাজা খবর পেল, রাজকন্যার মাতা সেই অমানুষ দের হত্যা করেছে। এতে রাজা খুশি হলেও রাজকন্যার মাতাকে নিয়ে একটা চাপা ভয় কাজ করে। কিন্তু বেশিক্ষণ রাজকন্যার মাতাকে নিয়ে ভাবলো না। রাজকন্যাকে যে ভোলা যাচ্ছে না। তাকে যে করেই হউক পেতে হবে। নয়তো জীবন বৃথা। রাজা তার পিতাকে আদেশ করলো, মায়াবতী রাজকন্যাকে তার চাই ই চাই। নয়তো সে বাঁচবে না। এই পৃথিবী তোলপাড় করে দিবে। রাজার পাগলামি দেখে অবাক তার পরিবার। সালিশ বসে। সালিশে সেই দুষ্টু রাজা রাজকন্যার মাতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে রেহাই পেয়ে,জিতে নিল রাজকন্যাকে। তিনি এক কথায় রাজকন্যাকে দিতে রাজি হলেন। আনন্দে রাজার বুকে উথাল ঢেউ শুরু হয়। কী অসহ্য সুখময় যন্ত্রণা! রাজা এর আগে এতো খুশি হয়েছে

নাকি জানা নেই! যথাসময়ে তাদের বিয়ে হলো। রাজকন্যা রাজার রানী হলো। নাম তার পদ্মবতী। ফুলের মতো পবিত্র সে,সদ্যজাত শিশুর মতোই নিষ্পাপ। রাজা ভুলে গেল নারী সঙ্গের কথা,ভুলে গেল তার রাজত্বের কথা। তার ধ্যানজ্ঞান সীমাবদ্ধ হয়ে গেল পদ্মবতীতে। পদ্মবতীর একেকটা কদম রাজার বুকে ঢেউ তুলে,পদ্মবতীর প্রতিটি নিঃশ্বাস থেকে যেন ফুল ঝরে পড়ে। পদ্মবতীর পায়ে চুমু দেয়ার সময় রাজার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হয়,'পদ্মবতী...আমার রানী,আমি কাঁটা বিছানো বাগানে শুয়ে থাকি তুমি আমার বুকে হেঁটে বেড়াও।'

ধীরে ধীরে রাজা উপলব্ধি করতে পারলো, তার পদ্মবতী পবিত্র। এতোই পবিত্র যে সে কখনো অন্যায়ের সাথে আপোষ করবে না।
এই পবিত্রতা রাজাকে আরো আকৃষ্ট করে ফেললো। সেই সাথে রাজা ভয় পেল,তার কালো অন্তরের খবর যদি পদ্মবতী জেনে যায়
তখন কী হবে? কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। ধরে বেঁধে রাখা গেলেও পদ্মবতীর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। এই বিচ্ছেদ সহ্য করার ক্ষমতা তার হবে না। নির্ঘাত মরে যাবে। যে ভালোবাসা নিজ ইচ্ছায় তাকে বিমুগ্ধ করে তুলে,সে ভালোবাসা জোর করে সে কখনো নিতে পারবে না। রাজা তার পাপ লুকিয়ে রাখতে মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা অভিনয় করা শুরু করলো। পদ্মবতীর থেকে সহানুভূতি আর বিশ্বাস অর্জন করতে গল্প বানালো। তার পাপের মহলে নিরাপত্তা বাড়িয়ে দিল। প্রয়োজনে সে পৃথিবীর প্রতিটি মানব সন্তানকে খুন করতে প্রস্তুত,তাও তার পাপের জন্য পদ্মবতীকে হারাতে চায় না।
যথাসম্ভব পদ্মবতীকে নিয়ে দুষ্টু রাজা অন্য রাজপ্রাসাদে চলে আসে। সেই প্রাসাদে রাজা আর তার পদ্মবতী ছাড়া কেউ নেই! ভালোবাসার সোহাগ ও খুনসুটিতে ভরে উঠে তাদের ঘর। রাজার দৃষ্টি ডুবে যায় একজনেতে! কোনো নারী আর তাকে টানতে পারলো না। প্রতিটি প্রহর পদ্মবতীকেই নতুন করে অনুভব করে। নারী আসক্তি চিরতরে তাকে ছেড়ে গেল। কিন্তু নারী ব্যবসা রয়েই গেল। সৎ পেশার অজুহাতে অসৎ পেশা জ্বলজ্বল করে তখনো জ্বলছিল। মাঝেমধ্যে রাজার ভয় হতো,পদ্মবতী সব জেনে যাবে না তো? রাজা সব রকম পট্টি বেঁধে দিল পদ্মবতীর চোখে। পদ্মবতী সেই পট্টিসমূহ ভেদ করে পৌঁছাতে পারলো না গভীরে! ভালোবাসার বেড়াজালেই আটকে রইলো।

বছর দেড়েক পর তাদের ঘর আলো করে এলো এক রাজকন্যা। রাজকন্যা ছিল মায়ের মতোই সুন্দর। আকাশে একটা চাঁদ উঠে,কিন্তু রাজার আকাশে উঠেছিল দুটো চাঁদ! ছোট্ট রাজকন্যাকে দেখে রাজার বুক কেঁপে উঠে। তৃতীয়বারের মতো কোনো মেয়ের প্রতি সে ভালোবাসা অনুভব করে। তার প্রথম ভালোবাসা তার মা,দ্বিতীয় ভালোবাসা স্ত্রী, আর তৃতীয় ভালোবাসা তার কন্যা! রাজা যতবার রাজকন্যাকে কোলে নিত, বুকে একটা ব্যথা অনুভব করতো। বার বার মনে হতো, আমার জগৎ-সংসার একটু সাধারণ হতে পারতো না? এই চিন্তা তার অসৎ কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। তার দলবল চিন্তিত হয়ে পড়ে। কাজের প্রতি রাজার উদাসীনতা তাদের ক্ষিপ্ত করে। পূর্ব ক্ষোভের জেদ ধরে তারা রাজার দূর্বলতা লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ে মারে। সেই তীরে ছোট্ট রাজকন্যার প্রাণের আলো নিভে যায়। রাজার বুক থেকে একটা চাঁদ খসে পড়ে! পদ্মবতী ভেঙে গুড়িয়ে যায়। পদ্মবতীর ব্যথা সহ্য করার ক্ষমতা রাজার নেই। শক্ত দুই হাতে আঁকড়ে ধরে পদ্মবতীকে। তার কন্যার খুনিকে সে নিজ হাতে কোপাতে পারলেও,খুনের আদেশ দাতাদের হত্যা করতে পারলো না। জানতে পারলো তার পিতা,চাচা ও চাচাতো ভাইয়ের আদেশে তার রাজকন্যার চোখ দুটি চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে! ততদিনে রাজা এটাও বুঝে গেল, যে জগতে সে প্রবেশ করেছে সেই জগতের শেষ পরিণতি মৃত্যু। সে যদি খুনের আদেশ দাতাদের ক্ষতি করে তার ব্যবসা ডুবে

যাবে৷ ব্যবসার খুঁটি সে হলেও, আদেশ দাতারা সেই খুঁটি ধরে রেখেছে। আর ব্যবসার পতন মানে পদ্মবতীর সব জেনে যাওয়া। সেই সাথে অন্য রাজাদের ক্ষোভের শিকার হওয়া। যে রাজাদের সাথে মিলে দুষ্টু রাজা পাপ জমায় তারা হিংস্র হয়ে উঠবে। আর তারা দুষ্টু রাজার উপর ক্ষিপ্ত হলে ক্ষতি হবে পদ্মবতীরও। এতোজনকে রুখতে যাওয়ার ক্ষমতা দুষ্টু রাজার নেই। আবার মাথার উপর আছে শাসকের আদালত! একমাত্র রাজার মৃত্যু পারে তার কন্যার খুনীদের ধ্বংস করতে। কিন্তু রাজা নিজেকে উৎসর্গ করতে চায় না। পদ্মবতীর সাথে সারাজীবন বাঁচতে চায়। তাই রাজা ধামাচাপা দিল রাজকন্যার ব্যথা! বাবা হিসেবে হেরে গেল,চুপসে গেল। অভিশাপ সেই রাজাকে। অভিশাপ!
"

পদ্মজা চিঠির উপর হাত বুলিয়ে দিল। যখন সে প্রথম এই বাস্তব রূপকথা পড়েছিল,সাদা অংশে শুকনো রক্ত লেগে ছিল। তার প্রিয় স্বামীর রক্ত! আমিরের শরীরে পাওয়া গেছে অগণিত কামড়ের দাগ,চাবুক মারার দাগ,ছুরির আঘাতের দাগ। সে নিজেকে শেষ দিনগুলোতে অনেক আঘাত করেছে। নিজেকে রক্তাক্ত করে পাতালঘরে আর্তনাদ করেছে। পদ্মজা হাতের উল্টো পাশ দিয়ে চোখের জল মুছে দ্বিতীয় চিঠিটি হাতে নিল। ভাঁজ খুললো,

"
প্রিয়র চেয়েও প্রিয় পদ্মবতী,
আমার পাপের রাজত্বে তোমার আগমন ভূমিকম্পের মতো ছিল। যখনই দেখি তুমি দাঁড়িয়ে আছো,আমার হৃৎপিণ্ড থমকে যায়। চোখের সামনে ছয় বছরে গড়ে তোলা ভারী দেয়াল ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

আমার চোখের মণি পদ্মজা,তোমার ওই দুচোখের অবিশ্বাস্য চাহনি আমাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। আমার কথা হারিয়ে যায়। আমি স্তব্ধ হয়ে যাই। খারাপের মাঝেও ভালো থাকার মন্ত্র ছিল তোমার দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিতে যখন ঘৃণা দেখতে পাই,আমার বুক পুড়ে যায়। আমার মস্তিষ্ক ফেটে যায়!

তোমার আহত মুখশ্রী দেখে আমার শরীরের চামড়া ঝলসে যায়। তোমার চোখের জল দেখে সমুদ্র আছড়ে পড়ে মাথার উপর। আমার মিথ্যাচার, আমার প্রতারণা তোমাকে কষ্টের ভুবনে ছুঁড়ে ফেলে। বিষাদের ছায়া ঢেকে যায় তোমার চোখ। সেই বিষাদটুকু মুছে দেয়ার অধিকার আমি হারিয়ে ফেলি। যদি পারতাম আকাশের মেঘ হয়ে তোমার কাজলকালো আঁখি ছুঁয়ে সবটুকু বিষাদ ধুয়েমুছে সাফ করে দিতাম।

আমার প্রথম ও শেষ ভালোবাসা, তুমি একটু দূরে সরলেই যে আমি মনে মনে পুরো পৃথিবী ভস্ম করে দেয়ার ইচ্ছে পুষি, সেই আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম,তোমার-আমার পথচলা এখানেই শেষ! আমি শান্ত পাথরের মতো স্থির হয়ে যাই। গন্তব্য হারিয়ে ফেলি। এই ভুবনে তুমি আমার শেষ আশ্রয়স্থল ছিলে। আত্মার সাথে তখন যোজন যোজন দূরত্ব। তোমার ঘৃণাভরা চাহনি আমাকে চোখের পলকে পুড়িয়ে দেয়৷ তোমার আমার বিচ্ছেদ আমাকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দেয়, প্রেমানলে জ্বলতে জ্বলতে আমি অনেক আগেই নিঃশেষ হয়ে গেছি।

সোনালি রোদ্দুরের মতো সুন্দর পদ্মবতী, আমি তোমাকে আঘাত করে নিজে মরে গিয়েছি। যে হাতে আঘাত করেছি সেই হাত পুড়ে যাক,পোকামাকড় খাক! তোমাকে ব্যথা দিয়ে আমি ভালো নেই। ছুরির আঘাতও আমার মনের ব্যথার চেয়ে বেশি হতে পারছে না। যদি পারতাম হয় তোমাকে ভালোবাসতাম ,নয় শুধু হাওলাদার বংশে জন্ম নিতাম। দুটো একসাথে গ্রহণ করতাম না। দুই সত্ত্বা মস্তিষ্কের দ্বন্দ্বে আমাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে।

আমি নিষ্ঠুর,তুমি মায়াবতী
আমি ধ্বংস,তুমি সৃষ্টি
আমি পাপ,তুমি পবিত্র

এতো অমিলে কেন হলো মিলন? কেন কালো অন্তরে ছড়িয়েছিল ফুলের সুবাস? আমাকে ধ্বংস করার কি অন্য কোনো অস্ত্র ছিল না? এমন কঠিন কষ্ট কেন দেয়া হচ্ছে আমাকে? তোমার ব্যথায় আমি দগ্ধ হচ্ছি। তোমার কান্না,তোমার আর্তনাদ আমার মস্তিষ্কের প্রতিটি নিউরনকে কাঁপিয়ে তুলে। মনে হয়,মাথার ভেতর পোকারা কিলবিল করছে৷ বিচ্ছেদের বিষাক্ত ছোবলে নীল হয়ে যাচ্ছি আমি। আমাকে বাঁচাও!

শূন্য আকাশে গাঙচিল যেমন একা আমিও তেমন একা। প্রতিটি মুহূর্ত আমাকে অনুশোচনায় দগ্ধ করে। একাকী নীরবে সহ্য করি। এটাই তো আমার প্রাপ্য। মেয়েগুলোকে বাঁচাতে চেয়েও বাঁচাতে পারিনি। বুকের উপর পাথর চেপে পাঠিয়ে দিয়েছি বহুদূরে। যখন তাদের জাহাজে তুলে দিয়েছি আমার দিকে করুন চোখে তাকিয়ে ছিল। ব্যথিত হৃদয় প্রথমবারের মতো অনুভব করে, তারাও তো আমার মতো কষ্ট পাচ্ছে! কিন্তু তখন আমার আর সামর্থ্য ছিল না।

আমার জীবনের বসন্তকাল তুমি। তোমার অসহ্য আলিঙ্গন আমার সহ্যের বাইরে ছিল। তোমার আর্তনাদ করে পালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করা আমার নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেয়। সত্যি যদি পারতাম,পালিয়ে যেতে! কিন্তু তা আর সম্ভব নয়। আমার আকাশ সমান পাপ আমার পিছু ছাড়বে না। আজীবন দৌড়াতে হবে। এক দন্ডও শান্তি মিলবে না।

মেঘলা বরণ অঙ্গের সাম্রাজ্ঞী, তোমার ভালোবাসার সাম্রাজ্যে কাটিয়ে দিতে চেয়েছিলাম শত জনম। হলো না। তোমার চোখের খাদে পড়ে থাকতে চেয়েছিলাম আজীবন। তাও হলো না। সময় এসেছে আমার বিদায়ের! আমাদের পথচলা এতটুকুই। আমি ছিলাম দূর্গের মতো কঠিন। সেই দূর্গ তুমি ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছো। ভালোবাসা আমার হাঁটু ভেঙে দিয়েছে। আমার আর উঠে দাঁড়ানোর সুযোগ নেই। শেষ বারের মতো তোমাকে ছুঁয়ে যেতে চাই। আমার প্রেম তুমি,আমার ভালোবাসা তুমি। সত্যি বলছি,আমার জীবনে আসা প্রতিটি নারী আমাকে নয় আমার হারাম টাকার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তাদের আমি কিনে নিয়েছি। শারমিন আর মেহুল দুজনকে বাড়ি উপহার দিয়ে তারপর আমাকে বিয়ে করতে হয়েছে। তাও আমি অপরাধী। আমি তাদের ঠকিয়েছি, প্রতারণা করেছি,খুন করেছি। আমি অনুতপ্ত। বড্ড আফসোস হচ্ছে,বড্ড আক্ষেপ থেকে গেল৷ ওপারেও আমি তোমাকে পাবো না! আমার মতো ঘৃণিত ব্যাক্তি তোমার পাশে দাঁড়াতে পারবে না। আমার জায়গা হবে,জাহান্নামের কোনো এক দুর্গন্ধময় জগতে! তোমাকে দেখার তৃষ্ণা , তোমাকে ছোঁয়ার আকাঙ্ক্ষা আমার মিটলো না। হয়তো সহস্র বছরেও মিটবে না।

আমার হৃদয়ের রঙহীন বাগানের রঙিন প্রজাপতি, সাদা শাড়িকে তোমার সঙ্গী করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য দুঃখিত। তুমি মুক্ত হবে। পাখির মতো উড়বে। শুধু আমি থাকবো না পাশে। আফসোস!

চিঠির শেষ প্রহরে এসে হাত কাঁপছে। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। এই পৃথিবীতে আমি আরেকটু থাকতে চাই। এই পৃথিবীর সবুজ বুকে তোমাকে নিয়ে প্রতিটি ভোর হাঁটতে চাই। আমাদের ভালোবাসার জ্যোৎস্না রাতগুলো আরেকটু দীর্ঘ হলে কী এমন হতো? আমাদের প্রেমের পরিণতি এতো নিষ্ঠুর কেন হলো?
তোমার ওই ঘোলা চোখের মায়াজাল ছেড়ে চলে যেতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু যেতে হবেই। আর থাকা যাবে না। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। তোমার কোনো ক্ষতি হওয়ার আগে,আমাকে সব কীটদের নিয়ে এই পৃথিবী ছাড়তে হবে।

আমার আঁধার জীবনের জোনাকি, সৃষ্টিকর্তাকে বলো আমাকে যেন আরেকটা সুযোগ দেয়া হয়। এই পৃথিবীতে আবার যেন পাঠানো হয়।
পৃথিবীর বুকে তো জায়গা, সম্পদের অভাব নেই। আরেকটা জীবন কি পেতে পারি না? তখন আমি কঠিন পরীক্ষা দেব। তোমাকে পেতে আগুনের উপর দিয়ে হাঁটবো, ভাঙা কাচের ধারে পা ছিন্নভিন্ন করে হলেও তোমাকে জিতে নেব। থাকবে না কোনো অন্ধকার জগতের হাতছানি,তৈরি হবে তোমার আমার প্রেমের উপাখ্যান। আমাদের ভালোবাসা দেখে জ্যোৎস্না ও তারকারাজি ঝলমলিয়ে ওঠবে।

আমাদের আবার দেখা হবে। কোনো না কোনো ভাবে আবার দেখা হবে। দেখা হতেই হবে। নিজের খেয়াল রেখো। ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করো। পূর্ণা,মা হেমলতার কাছে নিশ্চয়ই ভালো আছে। চিন্তা করো না। পারলাম না আরো কয়টা দিন তোমাকে আগলে রাখতে। ক্ষমা করো আমায়। অতৃপ্ত আমি মৃত্যুকে তৃপ্তি হিসেবে গ্রহণ করছি।

ইতি,
আমির হাওলাদার "

~ইলমা বেহরোজ ~

Kobitor.com